যুগান্তর

তারিখ ... 13 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১১ ... কলাম ... 2 ...

দশমিনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ

এইচএম ফোরকান, *দশমিনা (পটুয়াখালী) থেকে*

দশমিনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৮ জন শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম দুর্নীতি ও অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ওই নিয়োগ বাণিজ্যের অর্ধকোটি টাকার ভাগবাটোয়ারা ও প্রায় ৩০ লাখ টাকার বিল-ভাউচারে স্বাক্ষর নিয়ে প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। জানা যায়, চলতি বছরের ৮ জুলাই দশমিনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক, সাধারণ শাখায় সহকারী শিক্ষক সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, লাইব্রেরিয়ান, কারিগরি শাখায় বিএসসি গণিত, বিএসসি বিজ্ঞান, ভাষা (ইংরেজি), ট্রেড ইন্সট্রাক্টর জেনারেল মেকানিক্স ও কম্পিউটার ডেমোনেস্ট্রেটর কাম মেকানিকসহ শূন্য পদে ৯ জন শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি একটি জাতীয় দৈনিক ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওইসব পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ৯৯ জন প্রার্থী বিধি মোতাবেক আবেদন করে। এদিকে বিধিবর্হিভূত ব্যাংক ড্রাফট ছাড়া যথাসময় আবেদন না করা ৫ জন প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো ও নিয়োগ দেয়ার মতো গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার দশমিনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য, ছাত্রছাত্রীদের বেতন, রেজিস্ট্রেশন ফি, ফরম পূরণ সার্টিফিকেট বিক্রি, প্রশংসাপত্র বিক্রি, পুকুরের মাছ বিক্রি ও টিউশন ফিসহ ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা ঘুষ-দুর্নীতি ও আত্মসাতের অভিযোগ করেন ওই বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি কাজী আমির হোসেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের বরাবরে করা লিখিত অভিযোগপত্রের অনুলিপি ডাকযোগে দশমিনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক বরাবরে প্রেরণ করা হয়। অভিযোগকারী তার লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেন তুরিতগতিতে রেজুলেশন বিহীন শিক্ষক নিয়োগ ও যোগদান করানো হয়। প্রধান শিক্ষক মো. সালাহ উদ্দিন সৈকত ও এসএমসি সভাপতি মো. গোলাম মোস্তফা এবং তার দু'ছেলে ৮ জন শিক্ষক নিয়োগে অর্ধকোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। এই উৎকোচের টাকা ভাগবাটোয়ারা নিয়ে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক মো. সালাহ উদ্দিন সৈকত বলেন, বিদ্যালয়ে বিগত দিনে বিভিন্ন কাজে ২৯ লাখ ২ হাজার ৬২৩ টাকা ব্যয় করা হয়। শিক্ষক নিয়োগ রেজুলেশনে ব্যয়িত বিল উল্লেখ থাকায় সভাপতি স্বাক্ষর করেননি। এতে কিছু আসে যায় না। প্রধান শিক্ষক আরও অভিযোগ করে বলেন, সভাপতি ও তার দু'ছেলে নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন।

এদিকে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে এসএমসি সভাপতি মো. গোলাম মোস্তফা ৫ নভেম্বর দশমিনা থানায় প্রধান শিক্ষক মো. সালাহ উদ্দিন সৈকতের বিরুদ্ধে সধারণ ডায়রি করতে গেলে প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে থানা পুলিশ তা গ্রহণ করেনি। অভিযোগ সম্পর্কে এসএমসি সভাপতি গোলাম মোস্তফা স্থানীয় সংবাদকর্মীদের বলেন, আমি এবং আমার দু'ছেলে কোনো নিয়োগ বাণিজ্য করিনি। প্রধান শিক্ষক এসব কাজ করতে পারেনি বলে অপপ্রচার চালাচ্ছেন।